দ্বিতীয় অধ্যায়

বরাকের চা জনজাতিতে শৈক্ষিক পরিবেশ ও ভাবনা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষ অধিকার করার পরে তাদের প্রয়োজন হয় চা বাগানের কাজের জন্য 'কুলি' নানা প্রলোভন দেখিয়ে লোক সংগ্রহ করে নিয়ে আসা হল আসামেও । সেই সব নিরীহ 'কুলিদের' ওপর যে অত্যাচার হতো এটা অনেকেই তুলে ধরেছেন কোথাও না কোথাও; কিন্তু এর অনেকটাই আজও অপ্রকাশিত । বরাকের চা জনজাতিতে শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করার আগে, শিক্ষা কি, এর উদ্দেশ্য কি, বা এর পরিবেশই বা কিরকম তা একটু আমাদের ভেবে দেখা দরকার ।

শিক্ষা: - শিক্ষা ব্যক্তির জীবনে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ । শিক্ষা ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলে। বাংলা শিক্ষা শব্দটি এসেছে 'সাস' ধাতু থেকে। যার অর্থ শাসন করা বা উপদেশ দান করা। এর ইংরাজি প্রতিশব্দ 'এডুকেশন' এসছে ল্যাটিন শব্দ ' এডুকেয়ার' বা 'এডুকেটাম' থেকে । যার অর্থ ভেতরের সম্ভাবনাকে বাইরে নিয়ে আসা বা বিকশিত করা । শিক্ষিত মানেই যে বিদ্বান এমনটা নয়। শিক্ষা হল একটি ধারাবাহিক প্রথা যা 'womb to tomb' মানে মাতৃগর্ভ থেকে শ্মশান পর্যন্ত চলে। মানুষ জন্ম থেকে মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত শেখে এর কোনো শেষ নেই । শিক্ষার সাহায্যেই মানুষ নিজের সাথে, পরিবারের সাথে, সমাজের সাথে চলতে শেখে। শিক্ষার তিনটে স্তর রয়েছে, যেমন

(১) রীতিসিদ্ধ শিক্ষা (Formal)

(২) অ- রীতিসিদ্ধ শিক্ষা (Non-Formal)

(৩) রীতিবিরুদ্ধ শিক্ষা (Informal)

অনেক মনীষী নিজের মতো করে অনেকভাবে শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সক্রেটিসের মতে, 'মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের বিকাশ।' এরিস্টটল বলেছেন যে, 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হল শিক্ষা।' তথ্য ঘাটতে গিয়ে দেখা জায়, রবীন্দ্রনা ঠাকুর এক জায়গায় শিক্ষা নিয়ে বলেছেন যে, 'শিক্ষা হল তাই যা আমাদের কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না বিশ্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে ।' হার্বার্ট স্পেন্সার শিক্ষা নিয়ে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন এভাবে,-

> "A few paragraphs must be added in further inculcation of the two general principles, that are alike the most important and the least attended to namely, the principle that throughout youth, as in early childhood and in maturity, the process shall be one of self-instruction; and the obverse principle, that the mental action induced shall be throughout intrinsically grateful…"[১]

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা নিয়ে নানা জায়গায় বারবার একটি কথাই বলেছেন, যে একটা মানুষের মধ্যে জন্মের পর থেকেই সব শক্তি থাকে শিক্ষা আসলে তাকে পূর্ণতা দেয়-

> "The manifestation of perfection already in man."[২]

বলা হয়ে থাকে নিজের নাম ঠিকানা লিখতে পারলেই একটা লোক শিক্ষিত; কিন্তু জন্মের পর থেকেই একটা মানুষের মধ্যে সে জ্ঞান থাকে যে জলে পড়লে সে ডুবে যাবে, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে ইত্যাদি। একটা পিঁপড়ের গায়ে হাত দিলে এটা যখন কামড়ে দেয় মানুষ তখন বুঝে যায় যে এটা কামড়ালে ব্যথা হয় তাই পরবর্তীতে আর হাত দেয় না। এও একধরণের শিক্ষা যেখানে কোনো পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াই মানুষের মধ্যে শিক্ষার বোধ জাগ্রত হয় । সুতরাং শিক্ষার ধরণও আলাদা আলাদা হয় । সেরকম জন্মের পরই একটা শিশু বুঝে যায় কাঁদলেই তাকে কোলে নেওয়া হয়, খেতে দেওয়া হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য : শিক্ষার অনেকগুলো উদ্দেশ্য রয়েছে, এর মধ্যে কয়েকটা হচ্ছে এই -

(১) সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করা ।

(২) দেশে নিরক্ষরতার অবসান ঘটানো ।

(৩) দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করা ।

(৪) সমাজের প্রতিস্তরের মানুষকে নিজ নিজ মেধা ও প্রবণতা অনুসারে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া ।

(৫) বিশ্বের সকল দেশের মানুষের মধ্যে বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা বোধ এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে গড়ে তোলা ।

শৈক্ষিক পরিবেশ: শৈক্ষিক পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি, শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ। যেখানে গুরু শিষ্য পরম্পরা থাকে, থাকে পঠন--প্রাঠনের উপযুক্ত পরিবেশ। যেখানে শিক্ষক বাধাহীন ভাবে তাঁর শিক্ষাদান করতে পারেন এবং ছাত্র ছাত্রী তা অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষার এই গ্রহণীয়তার ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রী অভিবাবক এবং শিক্ষকের দায়বদ্ধতা সমান।

এবারে মূল বিষয়ে যাওয়া যাক যে চা বাগান গুলোতে শিক্ষা কতটুকু হচ্ছে এর পরিবেশই বা কিরকম? শিক্ষা ব্যক্তির পূর্ণতার বিকাশ ঘটায়, সেই পূর্ণতার বিকাশ চা বাগানে হচ্ছে কি? শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে নিরক্ষরতার অবসান ঘটানো, তাহলে বাগান অঞ্চল গুলোতে কি এর অবসান হয়েছে? সরকার যেখানে বলেছে নূনতম শিক্ষা মানে নিজের নাম ঠিকানা লিখা শিখতে হবে সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষের, চা জনজাতিরা কি তাহলে সবাই শিখতে পারছে নিজের নাম ঠিকানা লিখা? শিক্ষার উদ্দেশ্য বলতে এটাও বলা হয়ে থাকে যে সমাজের প্রতিস্তরের মানুষকে নিজ নিজ মেধা ও প্রবণতা অনুসারে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া; চা জনজাতিরা কি তাহলে পাচ্ছে সেই সুযোগ সুবিধে নিজেকে শিক্ষিত করে বিকশিত করার? নাকি প্রত্যেকদিনই তাদের লড়াই করে যেতে হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে, নিজের সঙ্গে, মুখোশধারি ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে। কথাগুলো একটু ভেবে দেখা দরকার।

- শিক্ষার উদ্দেশ্য যেখানে সমগ্র দেশের নিরক্ষরতা দূর করা বাগান অঞ্চল সেখানে খুব বেশি পিছিয়ে। রাষ্ট্রীয় সর্বশিক্ষা অভিযানের দরুন প্রত্যেক চা বাগান এলাকায় স্কুল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে ঠিকই, ড্রেস

খাবার ইত্যাদিও দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এর কোনোটাই আসলে পুরোপুরি ভাবে অন্তেবাসি জনজাতিদের কাছে গিয়ে পৌঁছোয় না। সেটা বরাকের যে কোনো অঞ্চলই হোক অবস্থান প্রায় একই।

চা জনজাতিদের মধ্যে যাদের আর্থিক অবস্থা একটু ভালো তারা ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলো থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারে নি, পাঠাচ্ছে ছেলে মেয়েদের বাংলা -ইংরাজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। কিন্তু যারা আর্থিক দিক দিয়ে ততটা স্বচ্ছল নয় তারা ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলোর কথা ভাবতেই পারে না এত খরচা অধিক। আর চা বাগানের এলাকার ভেতরে কোনো ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয় নেইও এর জন্য চার থকে ছয় কি. মি. যেতে হয়। কিন্তু সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেখানে ড্রেস, বই, খাতা, খাওয়া সব দেওয়া হচ্ছে তারপরও তারা শিক্ষার আলো থেকে দূরে, বাচ্চাদের পাঠায় না স্কুলে। তার পেছনেও কারণ রয়েছে যে কেন পাঠায় না বিদ্যালয়ে। কারণ হল চা শ্রমিকরা তাদের শিশু একটু বড় হলেই ভাবে কি করে সেই শিশু বাইরে থেকে দুপয়সা এনে পরিবার চালাতে সাহায্য করবে। আর্থিক সমস্যার জন্যই আসলে তারা এরকম করতে বাধ্য হয়। সরকারি খাবার গুলোও তাদের কাছে পুরোপুরি ভাবে পৌঁছোয় না। কোথাও যদি ভালো বিস্কুট, দুধ, ফল মূল দেওয়া হয় সরকার থেকে, তা তাদের না দিয়ে শুধু এ্যারারুট বিস্কুট আর চকলেট দিয়েই সান্তনা দেওয়া হয়। এরকম অনেক জায়গা রয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবে কে বা কারা ? সেসব শ্রমিক যারা সারাদিন খেঁটে বিকেলে ঘরে এসে সস্তায় মদ খেয়ে বউ বাচ্চাদের পিটিয়েই চলে যায় তাদের দিন। এরপর শিশুরা একটু বড় হলেই তাদের লাগিয়ে দেওয়া হলো কাজে, হয় ফ্যাক্টরীতে নয় জঙ্গল

থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় । সুতরাং স্কুলে গিয়ে পড়ার সময়ই নেই এদের । কথায় বলে 'চেরেটি বিগিন্স এট হোম' কিন্তু চা জনজাতিদের মধ্যে এটা কই! শহরে একটা শিশুর শিক্ষার জন্য তার বাবা মা যেভাবে সচেতন থাকে বাগান অঞ্চল গুলোতে ঠিক এর বিপরীত । ফলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ঠিকঠাক গড়ে উঠতে পারছে না। নতুন নতুন বই এর পাতা ছিঁড়ে বারোমজার দোকানে ঠোঙা বানানো হচ্ছে । আসলে ঔপনিবেশিক শাসকরা এদের মাথাকে ভোঁতা করে রেখে গেছে, তারা জানত যে চা শ্রমিকেরা শিক্ষিত হয়ে গেলে দিনরাত খাটানোর মতো শ্রমিক আর থাকবে না, চা বাগানে তাই এদের মদ খাইয়ে চুপ করে বসিয়ে রাখত ঔপনিবেশিক প্রভুরা । এবং এখনও পর্যন্ত তারা সেই মানসিকতার কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি । প্রত্যেক বাগানেই যখন শাসকরা শোষণ করে যাচ্ছে শ্রমিকদের উপর, কথা না শুনলে তাদের নির্মম ভাবে হত্যা করা হচ্ছে, সেই সময় সেই সব শাসিত শোষিত শ্রমিকদের এই শোষণের কবল থেকে বের করে আনতে কিছু সুহৃদ ব্যক্তিরা বেরিয়ে আসেন এবং এই অসংগঠিত জনজাতির সংগঠন গড়ে তোলে তাদেরকে নেতৃত্ব দেন। ফলস্বরূপ আরুনাবন্দ চা বাগানে নির্মমতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে ১৯৩৯ সালে দশ এপ্রিল থেকে টানা পঁয়তাল্লিশ দিন ঐতিহাসিক ধর্মঘট হয় । এই সব সংগঠনের হাত ধরে তারা শাসনের কবল থকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পেয়েছে ঠিকই, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যেখানে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (INTUC) এর মতো সংঘটন ও রয়েছে পাশে । যা ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু হয়তো শিক্ষার অভাবেই তারা শাসনের কবল থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারে নি, এখনও এরা নিজেদের শিক্ষিত

করে সেই শাসনের কবল থেকে বের করে আনার সুযোগও পায় নি। আসলে শিক্ষার আলো থেকে দূরে বলেই হয়তো ঔপনিবেশিক শাসকদের করে যাওয়া শাসনকে শাসন বলে মনে হয় নি তাদের কোনোদিন, বরঞ্চ আজও সেটাকে নিয়ম বলেই মেনে নিচ্ছে ।

বাগানের শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও অনেক কম, অনেক সময় বাড়ি থেকে বিদ্যালয় অনেক দূরে বলে কেউ কেউ বিদ্যালয়ের মুখই দেখে না । সেইসব ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাটা বাড়িয়ে দিলে হয়তো কিছু কিছু আলো এদের জীবনেও পড়বে । যে দুটি একটি বিদ্যালয় থাকে বাগান অঞ্চলে, খোঁজ নিয়ে দেখা যায় সেখানে ভালো করে বসার ও জায়গা নেই । বিদ্যালয় ভবন এর জন্য হয়তো সরকার থেকে অনুদান দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না, আর বাগান কর্তৃপক্ষের এ সব ব্যাপারে কোনও মাথা ব্যাথা নেই ।

নিম্নে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর নিরীক্ষণ করে দেখানো হল -

(১)

১।	বিদ্যালয়ের নাম	:	পি.আর. সন এম.ই. স্কুল
২।	প্রতিষ্ঠিত হয়	:	১৯৪৮ ইং
৩।	ঠিকানা	:	দেওয়ান চা বাগান পোস্ট অফিস- দেওয়ান জেলা কাছাড়, রাজ্য আসাম পিন নং ৭৮৮১০২।
৪।	সর্বমোট ছাত্রসংখ্যা	:	১৯০ (৬ষ্ঠ ৮ম)

শ্রেণি	ছেলে	মেয়ে	সর্বমোট
৬ষ্ঠ	২০	২৫	৪৫
৭ম	৪৩	২৩	৬৬
৮ম	৪৬	৩৩	৭৯

৫। সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা : ৭

৬। - অ শিক্ষক কর্মচারি : ১

৭। অস্থায়ী কর্মচারি : ১

৮। শারীরিক প্রশিক্ষণ : ব্যায়াম, ক্যারাটে ইত্যাদি (SSA)

৯। বিদ্যালয়ের ফলাফল : ১০০%

১০। স্থানীয় লোকের আর্থিক কার্যতৎপরতা : শূন্য

১১। অন্যান্য : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষক দিবস, হিন্দি দিবস ইত্যাদি ।

(২)

১। বিদ্যালয়ের নাম : দেওয়ান গার্ডেন এল পি স্কুল

২। প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৩৫ ইং

৩। ঠিকানা : দেওয়ান চা বাগান
পোস্ট অফিস- দেওয়ান
জেলা কাছাড়

-

-

রাজ্য- আসাম

- পিন নং ৭৮৮১০২।

৪। সর্বমোট ছাত্রসংখ্যা - : ৪৭৮ (১ম ৫ম)

শ্রেণি	ছেলে	মেয়ে	সর্বমোট
১ম	২৮	১৭	৪৫
২য়	৫৫	৪৪	৯৯
৩য়	৬০	৭২	১৩২
৪র্থ	৫৭	৪৮	১০৫
৫ম	৪৮	৪৯	৯৭

৫। সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা : ৪

৬। - অ শিক্ষক কর্মচারি : ১

৭। অস্থায়ী কর্মচারি : ১

৮। শারীরিক প্রশিক্ষণ : শূন্য

৯। বিদ্যালয়ের ফলাফল : ১০০%

১০। স্থানীয় লোকের আর্থিক কার্যতৎপরতা : শূন্য

১১। অন্যান্য : হিন্দি দিবস, শিক্ষক দিবস ইত্যাদি ।

(৩)

১। বিদ্যালয়ের নাম : জয়শ্রী শ্রমিক এম ই স্কুল

২। প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৮০ ইং

৩। ঠিকানা : থাইলু চা বাগান
পোস্ট অফিস- দেওয়ান
-- - জেলা কাছাড় রাজ্য আসাম
পিন নং ৭৮৮১০২ ।

৪। সর্বমোট ছাত্রসংখ্যা - : ২২৫ (৬ষ্ঠ ৮ম)

শ্রেণি	ছেলে	মেয়ে	সর্বমোট
৬ষ্ঠ	৪৫	৩৪	৭৯
৭ম	৩২	৩৪	৬৬
৮ম	৪৯	৩১	৮০

৫। সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা : ৮

৬। - অ শিক্ষক কর্মচারি : ১

৭। অস্থায়ী কর্মচারি : ৩

৮। শারীরিক প্রশিক্ষণ : শূন্য

৯। বিদ্যালয়ের ফলাফল : ১০০%

১০। স্থানীয় লোকের আর্থিক কার্যতৎপরতা : শূন্য

১১। অন্যান্য : রবীন্দ্রজয়ন্তী, শিক্ষক দিবস, হিন্দি দিবস ইত্যাদি।

--- তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায় এর মধ্যে দুটি বিদ্যালয় ভবন এর অবস্থা খুব একটা ভালো নয় । পুরোপুরি ছাত্র ছাত্রীদের বসার জায়গাও নেই ভালো। দেওয়ান চা বাগানের পি আর সন এম ই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চন্দ্রকান্ত তেওয়ারি র সাথে কথা বলে জানা যায় যে বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে সরকার থেকে যে টাকা আসে তার কোনটাই উপযুক্তভাবে বিদ্যালয়ের কাজে লাগে না । বর্তমানে এমন পরিস্থিতিতে রয়েছে এই বিদ্যালয়, যে একটা কক্ষের মধ্যেই কার্যালয়, অশিক্ষক কর্মচারি কক্ষ, এবং প্রধান শিক্ষক এর কক্ষ, এরকমই মানিয়ে চলতে হচ্ছে তাঁদের । আর দুটি কক্ষের মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষকদের মানিয়ে নিয়ে পড়াতে হচ্ছে । বিদ্যালয়ের কম্পিউটার চুরি হওয়ার পর ভালো করে এর কোন তদন্তও হয়নি আর নতুন কোনো কম্পিউটারও আসে নি । কথা প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক বলেন এই অবস্থা দেখে ওনার মাথা ব্যথা এখন যে এইবার ছাত্র সংখ্যা বেশি হলে বসার জায়গা কোথায় দেবেন। যে দুটি শ্রেণি কক্ষ আর কার্যালয় রয়েছে সেগুলোও ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে । কেন এরকম অবস্থা, প্রধান শিক্ষক কাউকে কিছু জানান না কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে কাকে বলবেন । যাদেরই বলেন ওরা এসে একবার দেখে যায়, তারপর আর আসে না । আর বাগান মালিকদের কে বললেও এরা এসব এত মন দিয়ে শোনে না, কারণ এদের ছেলে মেয়েকে এখানে পড়তে হচ্ছে না । স্থানীয় লোকেরও এই ব্যাপারে কোনও উৎসাহ নেই । এই স্কুলেরই আরেকজন সহকারি শিক্ষিকা রীতা সরকার, তারও ওই একই কথা বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে কেউই এগিয়ে আসে না। এখানে শুধু দিন যায় রাত হয়, সূর্য ওঠে সূর্য অস্ত যায়, আবার অন্ধকার হয় ।

- আসলে বাগান অঞ্চল গুলোতে শিশুর শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ খোঁজা বিড়ম্বনা মাত্র । শিক্ষার আলো থেকে আজও তারা অনেক দূরে বলে অন্ধবিশ্বাস আজও বাগানে বর্তমান । ডাইনি সন্দেহে আজও বাগানে লোক মারা যায় । ফাঁকির ফাঁদে পড়া এইসব দুর্ভাগারা আসলে আমাদের সকলের সমবেদনা পাবারই অধিকারি ।

বরাক উপত্যকার তিনটি জেলা মিলিয়ে সর্বমোট চা বাগানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ কিরকম, তথ্য সংগ্রহ করে নিম্নে তা উল্লেখ করা হল

ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান ভিত্তিক অবস্থানঃ

(ক)

কাছাড় জেলা

স্থান	নিম্ন প্রাথমিক	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চ মাধ্যমিক
আলনি/ নারায়ণডোর	১	_____	_____	_____
অমরানগর	১	_____	_____	_____
আরকাঠিপুর	১	১	_____	_____
বজরঙ্গপুর	১	১	_____	_____
বালাছড়া	৪	৩	_____	_____
বিনোদনগর	_____	_____	_____	_____
ভূবন ভ্যালি	১	_____	_____	_____
ভূবনডোর	৪	৩	_____	_____

বিক্রমপুর (কুড়কুড়ি সমেত)	১	১	_____	_____
বিন্নাকান্দি	১	১	_____	_____
বরজালেঙ্গা	১	_____	_____	_____
বরাখাই	_____	_____	_____	_____
বরথল	৩	১	_____	_____
চণ্ডীঘাট	৪	_____	_____	_____
কাশীপুর	১	_____	_____	_____
কুম্ভীরগ্রাম	১	১	_____	_____
কের্গপার	৭	_____	_____	_____
দিগাবর	১	১	_____	_____
দার্বি	৭	১	_____	_____
দেওয়ান	২	১	_____	_____
দিলখুশ	১	১	_____	_____
ডলু	_____	৪	_____	_____
ডলুগ্রাম	_____	_____	_____	_____
দয়াপুর	_____	_____	_____	_____
ধোয়ারবন্দ	২	২	_____	_____
হাতিছড়া	১	১	_____	_____
হিলারা	১	_____	_____	_____
ইরিংমারা	১	_____	_____	_____
ইন্দ্রগড়	_____	_____	_____	_____
জাটিঙ্গা ভ্যালি	২	_____	_____	_____
জালালপুর	৩	২	_____	_____

জিরিঘাট	১	১	———	———
কৈলাশপুর	———	———	———	———
কালাইন	৩	২	———	———
কুম্ভীর	৪	———	———	———
কালাইনছড়া	৩	———	———	———
লাবক	৫	———	———	———
লক্ষীপুর	১	১	১	১
লারসিং	৩	———	———	———
মধুরা	১	———	———	———
মাটিছড়া	২	১	———	———
মনিয়ারখাল	———	———	———	———
পালোরবন্দ	২	———	———	———
পাতিছড়া	৩	৩	———	———
পাতিমারা	৫	———	———	———
পালই	২	২	———	———
রেহমাননগর	২	———	———	———
রোজকান্দি	৪	১	———	———
রতনপুর	১	২	———	———
শিলকুড়ি	৪	৪	২	———
সাবং	৩	———	———	———
উধারবন্দ	২	———	———	———
ওয়েস্ট জালেঙ্গা	২	২	———	———

(খ)

করিমগঞ্জ জেলা

স্থান	নিম্ন প্রাথমিক	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চ মাধ্যমিক
আওলাবাড়ি	১	৪	_____	_____
বৈঠাখাল	৩	১	_____	_____
ভাব্রিঘাট	২	১	_____	_____
বিদ্যানগর	৬	৩	_____	_____
চরগোলা	_____	_____	_____	_____
চরগোলা ভ্যালি	১	_____	_____	_____
দুল্লভছড়া	৯	_____	১	_____
দুর্গানগর	----	----	----	----
গম্ভীরা	৪	১	_____	_____
হাতিখিরা	৪	৩	_____	_____
ইচাবিল	১	_____	১	১
জালালনগর	১	১	_____	_____
কালীনগর	১	_____	_____	_____
লঙ্গাই	১	_____	_____	_____
মদনপুর	২	১	_____	_____
মানিকনগর	----	----	----	----
পুতিনি	৩	_____	_____	_____
প্রমোদনগর (রামকৃষ্ণ সমেত)	_____	_____	_____	_____

রাব্বানিয়া	১	_____	_____	_____
রাজারামপুর	১	_____	_____	_____
শিপেনজুরি ভিল	৪	২	২	_____
সোনাখিরা	১	_____	_____	_____
সিংলাছড়া	৫	_____	_____	_____
শ্রীভুলা	২	১	_____	_____

(গ)

হাইলাকান্দি জেলা

স্থান	নিম্ন প্রাথমিক	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চ মাধ্যমিক
বন্দুকমারা	১	১	_____	_____
আয়নাখাল	৪	_____	_____	_____
বারনিবার	১	২	_____	_____
চন্ডিপুর	১	_____	_____	_____
কাটলিছড়া	১	_____	_____	_____
ধলাই	১	১	_____	_____
কয়া (মনাছড়া রামচন্ডি সমেত)	১০	১	_____	_____
কাঞ্চনপুর	৫	২	১	_____
লালাছড়া	৪	২	_____	_____
লালামুখ	১৭	২	_____	_____
নরসিংপুর	১	১	১	_____

রুপাছড়া	৪	_____	_____	_____
সিরিসপুর	৩	১	_____	_____
সাউথছড়া	_____	_____	_____	_____
দেবেন্দ্র	----	----	----	----
সুলতানখিরা	১	_____	_____	_____
উমেশ	১	____	_____	_____
বিরেনপুর	১	১	_____	_____

(ঘ)

ডিমা হাসাও

স্থান	নিম্ন প্রাথমিক	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চ মাধ্যমিক
কপিলি	১	_____	_____	_____
গুঞ্জং	১	_____	_____	_____

- এই তিনটি জেলার চা বাগানের স্কুলের অবস্থান ভালোভাবে বুঝতে একটা পরিসংখ্যান করা যেতে পারে এভাবে

- বরাকে চা বাগান গুলোতে তিন জেলার মোট স্কুলের সংখ্যা হচ্ছে

- কাছাড় ১৫৩

- করিমগঞ্জ ৭৬

- হাইলাকান্দি ৮০

সর্বমোট = ৩০৯

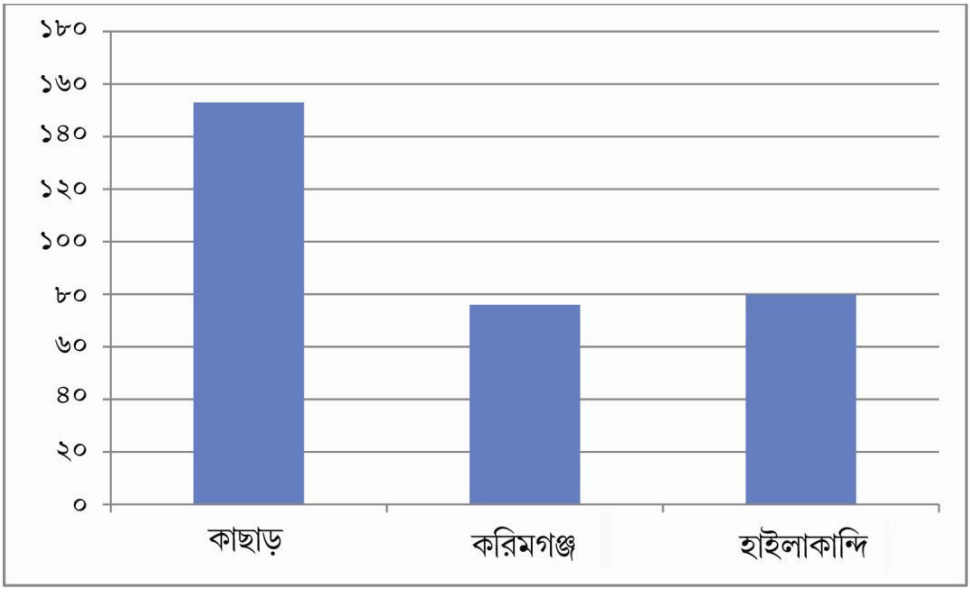

পরিসংখ্যান

সুতরাং তিন জেলার বাগান মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে বরাক উপত্যকার প্রায় সব কটি বাগানেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক কম । বাগান অঞ্চলের শৈক্ষিক পরিবেশকে উন্নত করতে হলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে । শহরে মা বাবারা শিশুর শিক্ষা নিয়ে যেরকম সচেতন বাগানে সেরকম কিছু দেখতে পাওয়া যায় না সুতরাং চা জনজাতিদের প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে শিক্ষার মূল্য জাগ্রত করতে হবে । এরকম পরিস্থিতিতির মধ্যেও দুটি একটি প্রতিভা যদি থেকেও থাকে তাহলে আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তারা চাপা পড়ে থাকে, নিজেদের বের করে আনতে পারে না সেই অন্ধকার থেকে ।

ভারতীয় চা সমিতি, শিলচর (Tea Board of India) এর পক্ষ থেকে শ্রী আর. খুজুর (সহকারী উপদেষ্টা, চা সমিতি), শ্রী সুশান্ত কর্মকার (উন্নয়ন আধিকারিক, চা সমিতি), শ্রী নীরজ কান্তি দাস (উন্নয়ন আধিকারিক) জানান বরাকের চা জনজাতির উন্নয়নের জন্য চা সমিতির পক্ষ থেকে কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়ে থাকে প্রতিবারই এবং তা প্রদানও করা হয়ে থাকে। 'লেবর ওয়েল ফেয়ার স্কিম অফ টি বোর্ড ইণ্ডিয়া' এর 'গাইডলাইন' এ উল্লেখিত ওই সব কটা প্রকল্পের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে শিক্ষার উন্নতি কল্পে ও অনেকগুলো প্রকল্প প্রদান করা হচ্ছে । কিন্তু তার সবগুলোই কী চা জনজাতিদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়? না। সেখানেও রয়েছে অনেক বাধা বিপত্তি ।

একুশ শতকে মোবাইল ইন্টারনেটের যুগেও অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে চা জনজাতিরা অনেকেই। যাদের কাছে কোনো খবরই গিয়ে পৌঁছায় না, বাগান মালিক পক্ষই যাদের একমাত্র ভরসা সব সুযোগ সুবিধে দেওয়ার; সেখানে বাগান মালিকপক্ষেরা সরকার থেকে প্রাপ্ত ওই সুযোগ সুবিধের খবর শ্রমিকদের কানে দেয় না। সরকারি এই সব সুবিধে পেতে আবেদনপত্র পূরণ অনেক প্রক্রিয়া রয়েছে যা ওই অশিক্ষিত শ্রমিকদের জানা নেই সুতরাং এখানেও তাদের ভরসা করতে হয় বাগান মালিকদের কাছে । আর বাগান কর্তৃপক্ষের কেউই তাদের নিজস্ব কাজ কর্ম ফেলে ওসব ঝামেলা ঘাটতে চায় না, তাই কোনো খবরও এদের দেয় না । আর যদি চা শ্রমিকদের মধ্যে অল্প শিক্ষিত যারা সে সব 'স্কিম' কিংবা এরকম প্রকল্পের খবর পায়, তারা আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দেয় ঠিকই কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেও দেখা যায় দশ

জন আবেদন করলে হাতে গুণে দুজন পায় । একমাত্র শিক্ষার আলো থেকে দূরে থাকার ফলে আজও তারা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, এবং শোষিত ।

-

তথ্যসূত্র

১। Education, Herbert Spencer, page 120 ।

২। Education in the vision of swami Vivekananda, Sudipa Dutta Roy, july 2001, www.esamskriti.com ।